গাংনীতে পল্লী চিকিৎসকের বসতবাড়ি থেকে স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে এক পল্লি চিকিৎসকের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও মরিচ বিক্রির নগদ ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর দক্ষিনপাড়ার পল্লিচিকিৎসক মামুন আলীর (৩২) বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মামুন আলী ওই গ্রামের মো. ফজলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মামুন আলীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পান, বাড়িতে চুরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী পল্লী চিকিৎসক মামুন আলী বলেন, তাঁর একটি ওষুধের ফার্মেসি রয়েছে। ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন। প্রতিদিনের মতো রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর বাবা দোকানে খাবার দিতে যান। তাঁর মা মরিচের খেতে কাজ করা শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং স্ত্রী পাশের বাড়িতে তাঁর বোনের কাছে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে চোরেরা বাড়িতে ঢুকে আলমারিতে থাকা প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

মামুন আলী আরো বলেন,অনেক কষ্ট করে সন্তান ও পরিবারের জন্য এগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু চোরেরা এক নিমেষেই সব শেষ করে দিয়েছে।

কষ্টার্জিত স্বর্ণালংকার ও টাকা হারানোর যন্ত্রণা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। চুরির সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বাড়ির গেটে তালা

দেওয়া ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চোরেরা ছাদ দিয়ে উঠে সিঁড়ি ব্যবহার করে ঘরে প্রবেশ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

মেহেরপুরে বসতবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুর সদর থানাধীন কাথুলি অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন কাশ্যবপাড়া ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মো. সেলিমের ছেলে মো. হাবিবুর রহমানের (৩০) বসতঘরে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিকালে শয়নকক্ষের ফ্রিজের কম্প্রেসারের উভয় পাশে লুকানো অবস্থায় Coding Phosphate & Triprolidine Hydrochloride syrup (ESKuf) লেবেলযুক্ত ২১ বোতল এবং Coding Phosphate & Chlorpheniramine Maleate syrup লেবেলযুক্ত আরও ৬ বোতল মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। প্রতি বোতল ১০০ মিলিলিটার হিসেবে মোট ২,৭০০ মিলিলিটার নিষিদ্ধ মাদক জব্দ করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

গাংনীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো বসতবাড়ি ও পানের বরজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরে মধ্যরাতে গোয়ালঘরে আগুন লেগে তিনটি গরু দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি গরু পুড়ে মারা গেছে। আগুনে বসতবাড়ি ও পাশের পান চাষের বরজ পুড়ে যায়। এক নিমিষেই তিন বিঘা জমির পানের বরজসহ চারটি পরিবারের স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি সোমবার মধ্যরাত ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি পাড়ায় মিন্টু হোসেনের বাড়িতে ঘটে। পানের বরজের মালিকরা হলেন একই এলাকার নজরুল ইসলাম ও ইন্তাজুল হক।

স্থানীয়দের ধারণা, গরু রাখা গোয়ালঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত মিন্টু হোসেন বলেন, “রাতে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বাড়ির দিকে ছুটে আসি।

কোনোভাবে পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করতে পেরেছি। কিন্তু আমার তিনটি গরু, মুরগি ও ঘরের সব আসবাবপত্র চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গরুগুলো ঋণের টাকায় কিনেছিলাম। এখন কীভাবে সেই ঋণ শোধ করবো বুঝতে পারছি না। গতকাল সব ছিল, আজ আমি নিঃস্ব।”

পান চাষি নজরুল ইসলাম বলেন, “বাড়ির পাশে দুই বিঘা জমিতে পানের আবাদ ছিল। রাতে শুনতে পাই বরজে আগুন লেগেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সব পুড়ে গেছে। আমি জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছিলাম, এখন সব শেষ।”

আরেক চাষি ইন্তাজুল হক বলেন, “রাতের আগুনে আমাদের বরজের সব পান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমি ও আমার পরিবার পথে বসে গেছি। প্রায় ১৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম জানান, মধ্যরাতে মিন্টু

হোসেনের গোয়ালঘরে আগুন লাগে। এতে তিনটি গরু দগ্ধ হয়, যার মধ্যে দুটি মারা গেছে। গরুগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। মিন্টু একজন অসহায় মানুষ; ঋণ করে গরু কিনেছিলেন, এখন তার সবকিছুই পুড়ে গেছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, “আগুনে একটি পরিবারের বসতবাড়ি ও তিনটি গরু পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পানের বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।”

মেহেরপুরে বসতবাড়ি থেকে ৭১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার, দুইজন পলাতক

মেহেরপুরের মল্লিকপাড়ায় অভিযান চালিয়ে একটি বসতবাড়ি থেকে ৭১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে রমেশ ক্লিনিকের সামনে রেহানা খাতুন নামের এক মহিলার বসতবাড়িতে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) এর ৮(গ), ৪০ ও ৪১ ধারায় দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

অভিযানে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিয়াপাড়া এলাকার মোঃ সাহাদাৎ হোসেনের ছেলে মোঃ চঞ্চল (৩৭) ভারতীয় সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ হেরোইন সংগ্রহ করে মল্লিকপাড়া এলাকার তার খালা মোছাঃ রেহানা খাতুনের (৪০) বসতবাড়িতে সংরক্ষণ করে ব্যবসা করে আসছিলেন।

সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী উপপরিদর্শক মোঃ মিনারুল ইসলামসহ ৬ সদস্যের একটি রেইডিং টিম বুধবার সন্ধ্যায় রমেশ ক্লিনিকের সন্নিকটে রেহানা খাতুনের উত্তরমুখী দুই কক্ষবিশিষ্ট একতলা পাকা বাড়ি ঘেরাও করে। তবে অভিযানের সময় আসামিদ্বয়কে বাড়িতে পাওয়া

যায়নি।

পরে স্থানীয় দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে রাত ৮টার দিকে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের শয়নকক্ষে চার তাকবিশিষ্ট একটি প্লাস্টিক র্যাকের নিচের তাকে কাপড়ের ভাঁজে লুকানো অবস্থায় পলিথিনে মোড়ানো একটি হেরোইনের পোটলা উদ্ধার করা হয়।

দাপ্তরিক ডিজিটাল নিক্তিতে ওজন করে হেরোইনের পরিমাণ ৭১ গ্রাম পাওয়া যায়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা।

উদ্ধারকৃত আলামতের মধ্যে ১ গ্রাম হেরোইন নমুনা হিসেবে পৃথক করে সিলগালা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশ যথানিয়মে জব্দ করে বিভাগীয় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত দুজনই বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা মামলাটির তদন্ত করবেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মোছাঃ রেহানা খাতুন ও মোঃ চঞ্চলের স্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে মোছাঃ রেহানা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি নাটকীয় অভিযান সাজিয়ে তাদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। অভিযানের সময় তিনি বাসায় উপস্থিত ছিলেন না। তার দাবি, তার বসতবাড়িতে কোনো তালা ভাঙার ঘটনা ঘটেনি এবং তিনি অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় ঘরে হেরোইন উদ্ধারের দাবি তুলে

মুজিবনগরে বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়া পরিবারের পাশে উপজেলা প্রশাসন

মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামের পুরাতন বিজিবি ক্যাম্প পাড়ার হতদরিদ্র স্বামী পরিত্যাক্ত জমেলা খাতুনের বসতভিটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার রাতটা নয়টার দিকে

আলমডাঙ্গার হাপাঁনিয়ায় বসতবাড়িতে অগ্নিকান্ড, ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়া গ্রামে আগুন লেগে ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে দরিদ্র পরিবার গুলো।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টায় দিকে হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে আসবাবপত্রসহ রান্না করার সরঞ্জামও পুড়ে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান।

প্রত্যক্ষদর্শি সুত্রে জানাগেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ার হযরতের বাড়িতে সর্ট শার্কিট থেকে আগুন ধরে যায়। আগুনের ললিহান শিক্ষা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাড়িগুলোতে। এ সময় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৮টি পরিবারের সর্বস্ব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিরাব সাইফুল ইসলাম, প্রবাসে অবস্থানরত শাহীন, হযরত, মিজানুর রহমান, নাজমুল হুদা, সাইফুল ইসলাম , মেহের আলী, হাসানুজ্জামান।
গরীব এই আটটি পরিবারের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নেই রান্নার সরঞ্জামাদিও।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে ওই ৮টি বাড়ি পুড়ে যায়। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এতে আটটি বাড়ি পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা অত্যন্ত গরিব। পরনের পোশাক ছাড়া আর নেই তাদের। এমনকি তারা দুপুরে রান্নাবান্না করে খাবে সেই পরিস্থিতিও নেই। আজকের মধ্যেই তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ৮টি বাড়ি পুড়ে গেছে। আমাদের কিছুই আর নেই। কেউ চাল-ডাল দিলেও রান্না করার সরঞ্জাম টুকুও নেই।

প্রবাসী শাহীনের স্ত্রী বলেন, আমার নগদ টাকাসহ সব কিছুই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে মুহূর্তেই আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কোথায় থাকবো।
সাবেক ইউপি সদস্য ইনতাজুল হক বলেন, ৮টি বাড়ির কোনো অস্তিত্ব

নেই। নগদ টাকাসহ আসবাবপত্র সব পুড়ে গেছে। এক বেলার খাবারও নেই তাদের।